ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নীনা শামসুন নাহার

২ নভেম্বর ২০১৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট

- বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি গ্রহণ (নির্বাচনী ইশতেহারের 'যুব সমাজ ও কর্মসংস্থান', ১৪ অনুচ্ছেদ: "উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নতুন প্রজন্মের যুব সমাজকে দুই বছরের জন্য 'ন্যাশনাল সার্ভিস'-এ নিযুক্ত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে")
- সংবিধানে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ
- জাতীয় যুবনীতিতে যুব অধিকারের মধ্যে কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করে আত্মকর্মসংস্থানসহ যুক্তিসংগত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান প্রাপ্তিতে যুবদের সুযোগ সৃষ্টির অঙ্গীকার
- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ যুব; কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ [লেবার ফোর্স সার্ভে অনুসারে, কর্মহীন ব্যক্তির (১৫ বছরের উর্ধ্বে) সংখ্যা বৃদ্ধি: ২০০৭ সালে ২১ লক্ষ (৪.৩%), ২০১০ সালে ২৬ লক্ষ (৪.৫%)]
- ২০১০ সালে দেশের তিনটি জেলায় 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি'র পাইলটিং শুরু; পরবর্তীতে ২০১৩ সালে এই কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু

যৌক্তিকতা

- উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুবদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হলেও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়
- কর্মসূচির বাস্তবায়নে সুশাসনের সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণার অপর্যাপ্ততা
- কর্মসূচিটি একটি পাইলটিং হওয়ায় এটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এক ধরনের মূল্যায়ন ও এ ধরনের কর্মসূচির ওপর ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগ
- দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাত নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গবেষণা পরিচালনা করে আসছে; এর ধারাবাহিকতায় এই গবেষণাটি পরিচালিত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

সার্বিক উদ্দেশ্য

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়মের ধরন, ক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন সম্পর্কিত সমস্যা চিহ্নিত করা
২. এসব সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা
৩. সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণার পরিধি

কর্মসূচি বাস্তবায়ানের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মভাতা ও আর্থিক বিষয়াদি, অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা, নারীর অংশগ্রহণ, কর্মসূচির বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, কর্মসূচির অর্জন ও প্রভাব

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণগত গবেষণা: মূলত গুণগত তথ্য ব্যবহার করে বিশ্লেষণ
- তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, নিবিড় সাক্ষাৎকার, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ
- পাইলটিং কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সবকটি জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ: ১৯টি উপজেলার মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে মোট ১১টি উপজেলা হতে চেকলিস্টের মাধ্যমে সংগ্রহ
- প্রাথমিক তথ্যের উৎস: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী (যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান), কর্মসূচি পরামর্শক, সুবিধাভোগী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, অভিভাবক, সাধারণ জনগণ
- পরোক্ষ তথ্যের উৎস: সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, কর্মসূচির বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, জাতীয় বাজেট, গণমাধ্যম এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ
- গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়: এপ্রিল - সেপ্টেম্বর ২০১৩

- গবেষণার পর্যবেক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সব সুবিধাভোগী এবং সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে কর্মসূচিতে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যার ধরন সম্পর্কে একটি ধারনা দেয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

- **কর্মসূচি গ্রহণ:** ২০০৯ সালের ৫ অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত
- **বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান:** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
- **কর্মসূচির অর্থায়ন:** জাতীয় রাজস্ব বাজেট
- **কর্মসূচির ধারণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত জেলা:** কুড়িগ্রাম, বরগুনা
- **পাইলটিং কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত জেলা:** কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ
- **কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায়:** রংপুর বিভাগের সাতটি জেলার আটটি উপজেলা (কাজ শুরু হয়, ২০১১-১২ অর্থবছর, উদ্বোধন: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩)

পাইলটিং কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: 'মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ১৮-৩৫ বছর বয়সী আগ্রহী বেকার যুবক/যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা'

যৌক্তিকতা: জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। জনসংখ্যার সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ও উৎপাদনমুখী অংশ হচ্ছে যুবসমাজ। সুতরাং অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সৃজনশীলতার আধার যুবসমাজকে সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান, কর্মোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা প্রয়োজন (*ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তবায়ন নীতিমালা*, ২০১০)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পাইলটিং কর্মসূচি

- উদ্বোধন: ২০১০ (কুড়িগ্রাম ৬ মার্চ, বরগুনা ৬ মে, গোপালগঞ্জ ৩১ জুলাই)
- সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা: ৫৬,০৫৪ জন
- পাইলট কর্মসূচির মেয়াদ: ৩১ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত
- ৩টি জেলার অনুকূলে মোট অর্থ বরাদ্দ: ৮১৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর)
- কর্মসংস্থান প্রদানের ক্ষেত্র: সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- পরামর্শক নিয়োগ: প্রতি জেলায় ১ জন করে ২ বছরের জন্য (গোপালগঞ্জে অনুপস্থিত)
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: মাস্টার ট্রেনার টিম ও অতিথি বক্তা (রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্মসূচির পরিচালনা কাঠামো

কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি

উপদেষ্টা - মন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সভাপতি - সচিব , যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সদস্য

- প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রতিনিধি
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব
- কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক , যুউঅ

সদস্য সচিব

- মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

- ৩ মাস অন্তর ১ বার সভা
- অগ্রগতি পর্যালোচনা, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থদের নির্দেশনা প্রদান
- মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি মাঠ পবিদর্শন করে পরামর্শ
- প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করবে

জেলা সমন্বয় কমিটি

সভাপতি - জেলা প্রশাসক
সদস্য

- পুলিশ সুপার
- সিভিল সার্জন
- বিভিন্ন অধিদপ্তর ও কার্যালয়ের জেলা পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তা

সদস্য সচিব

- উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

- প্রতি মাসে কমপক্ষে ১ বার সভা
- সফল বাস্তবায়নে পদক্ষেপ ও গৃহীত পদক্ষেপ মন্ত্রণালয়কে অবহিত
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা
- অস্পষ্টতা নিরসন কিংবা ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে মন্ত্রণালয়কে জানানো
- উপজেলা সমন্বয় কমিটিকে সহায়তা
- প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো- অপ্ট করবে

- জেলা/ উপজেলা সংশ্লিষ্ট দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি উপজেলায় একটি করে মাস্টার ট্রেনার টিম গঠন

উপজেলা সমন্বয় কমিটি

উপদেষ্টা- স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান
সভাপতি - উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদস্য

- সরকারের বিভিন্ন কার্যালয়ের উপজেলা পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তা

সদস্য সচিব

- উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা

- প্রতি মাসে কমপক্ষে ১ বার সভা
- সফল বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত
- বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব, নিয়মিত কার্যক্রম মনিটর ও পরিদর্শন, পরিদর্শন প্রতিবেদন অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ
- সমস্যার সৃষ্টি হলে কিংবা ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে জেলা কমিটির পরামর্শ গ্রহণ
- সুবিধাভোগী নির্বাচন
- কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র ও কতজন সুবিধাভোগী প্রয়োজন তা চিহ্নিত করবে
- প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো- অপ্ট করবে

- উপজেলা সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাস্টার ট্রেনার অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষক টিম গঠন

সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

আবেদনের জন্য সরকারি বিজ্ঞাপন
- জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদপত্র
- গুরুত্বপূর্ণ জন-সমাগম এলাকা

যোগ্যতার শর্ত
- কর্মসংস্থানহীন (বেকার)
- ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি
- জেলার স্থায়ী নাগরিক
- বয়স: ১৮-৩৫ বছর

আবেদনপত্র দাখিল

প্রার্থী বাছাই

তথ্য যাচাই

জরিপ

সমগ্র এলাকায় প্রকৃত বেকারের তালিকা তৈরির জন্য জরিপ

তালিকা করার জন্য বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এসএসসি ও তদূর্ধ্বদের নাম সংগ্রহ

প্রার্থী নির্বাচন

প্রশিক্ষণ ৩ মাস

কর্মসংস্থান ২ বছর

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুবিধাভোগীদের জেলাভিত্তিক বণ্টন

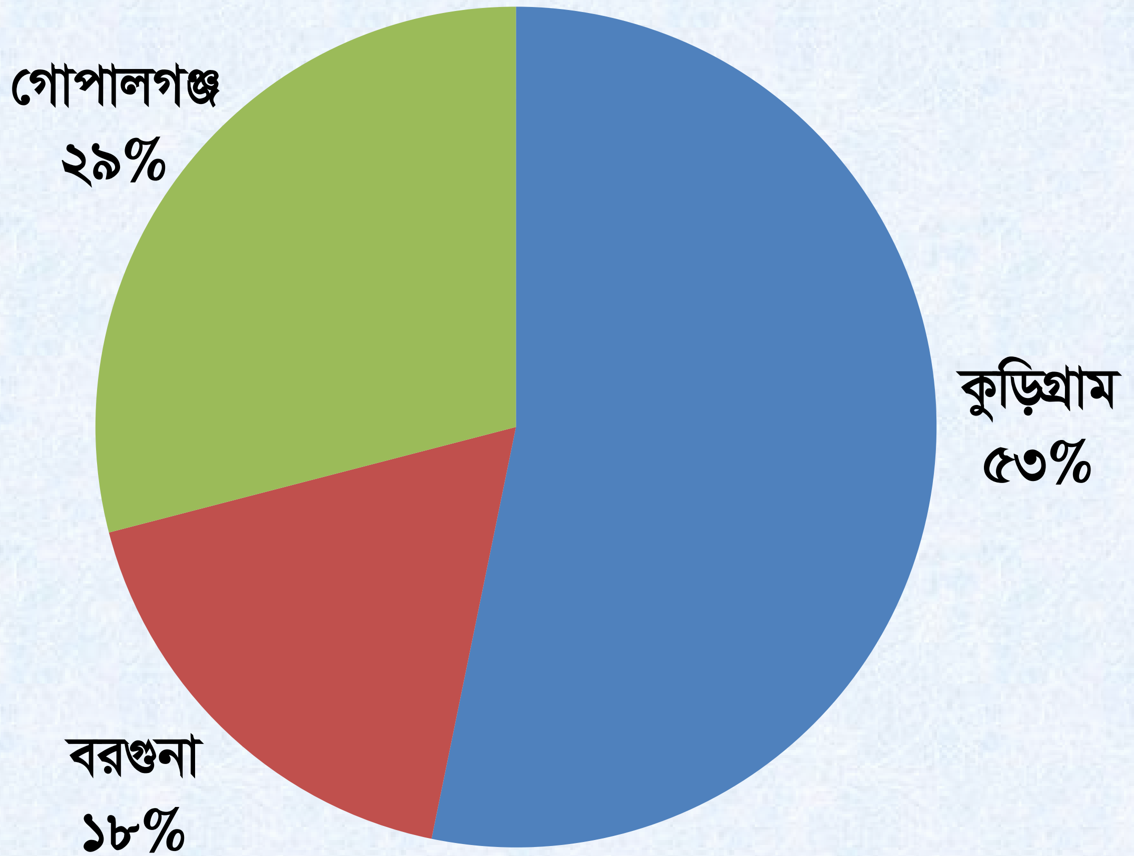

সুবিধাভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

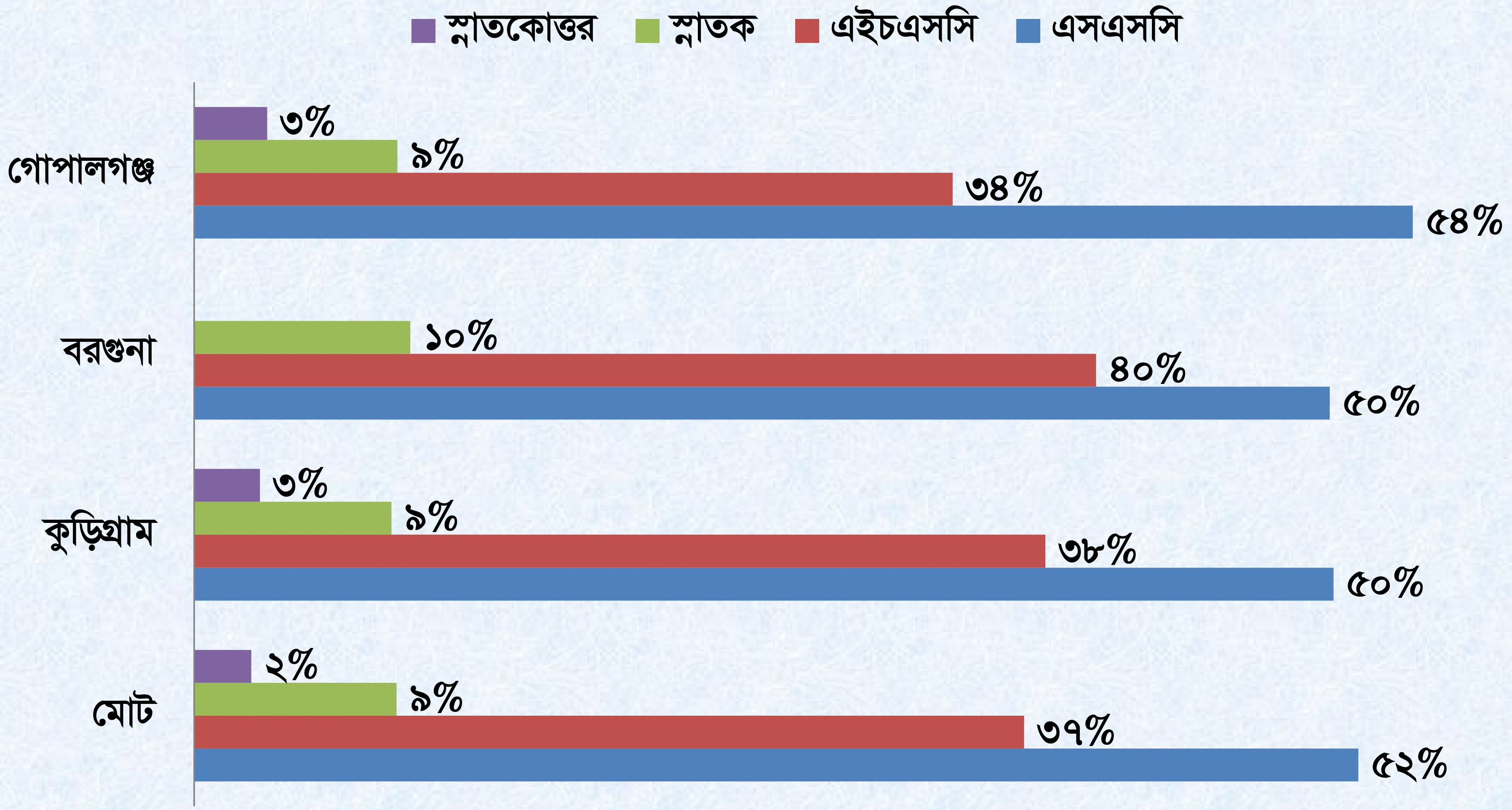

কর্মসংস্থানের লিঙ্গভিত্তিক বণ্টন

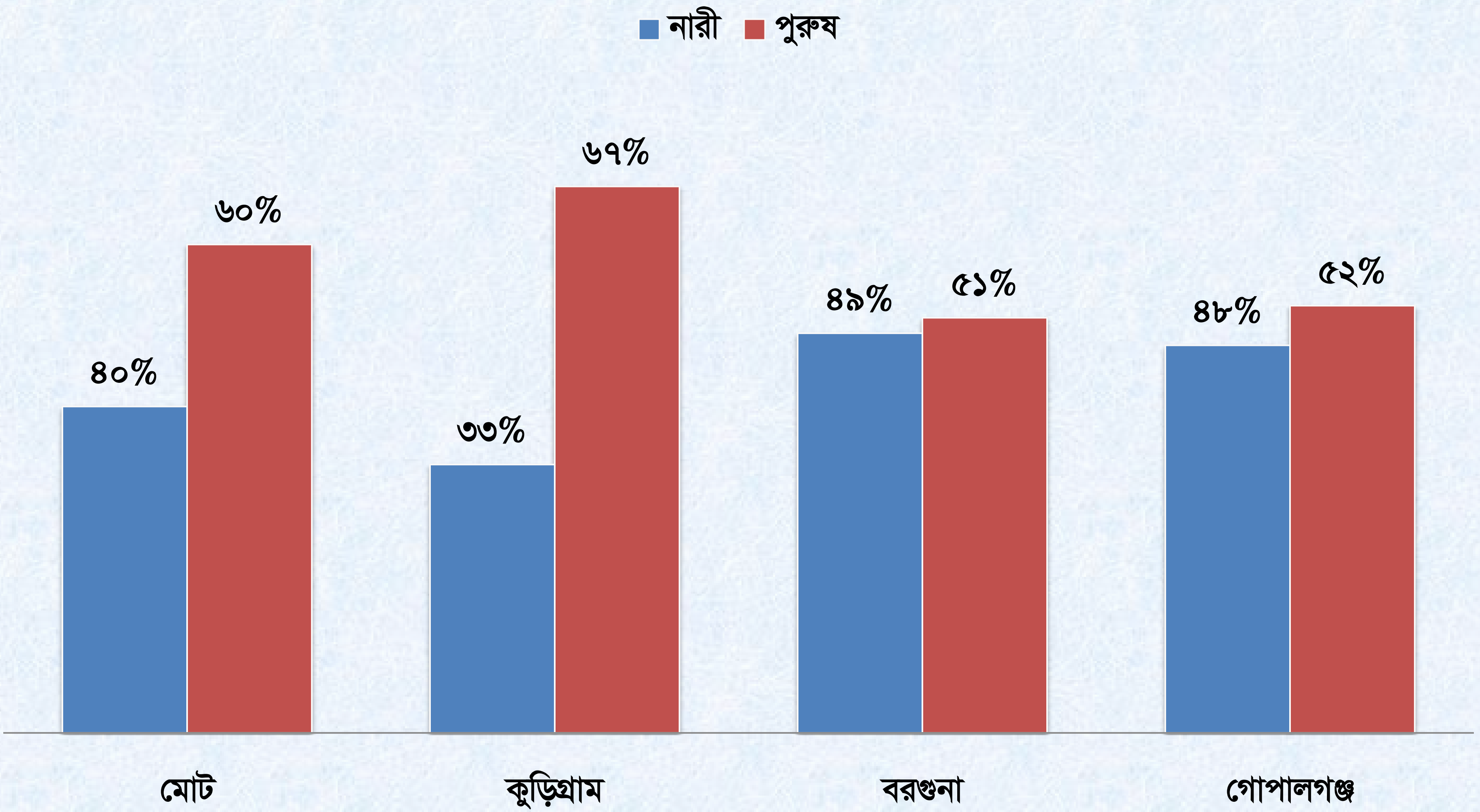

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্মসূচিতে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ মডিউলের বিষয়

(১-৪ নং মডিউল) দেড় মাস মেয়াদে সকলের জন্য

- জাতি গঠনমূলক ও চরিত্র গঠনমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সমাজসেবা মূলক প্রশিক্ষণ মডিউল
- মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ মডিউল
- আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ মডিউল

(৫-১০ নং মডিউল) সংশ্লিষ্ট সেবাখাতে নিয়োগে আগ্রহীদের দেড় মাস মেয়াদে

- সরকারের বিভিন্ন সেবা খাত সম্পর্কে ধারণা মডিউল
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
- শিক্ষা ও শারিরীক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
- কৃষি, বন ও পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল
- জননিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মডিউল
- ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত মডিউল

কর্মসংস্থানের খাতভিত্তিক বণ্টন

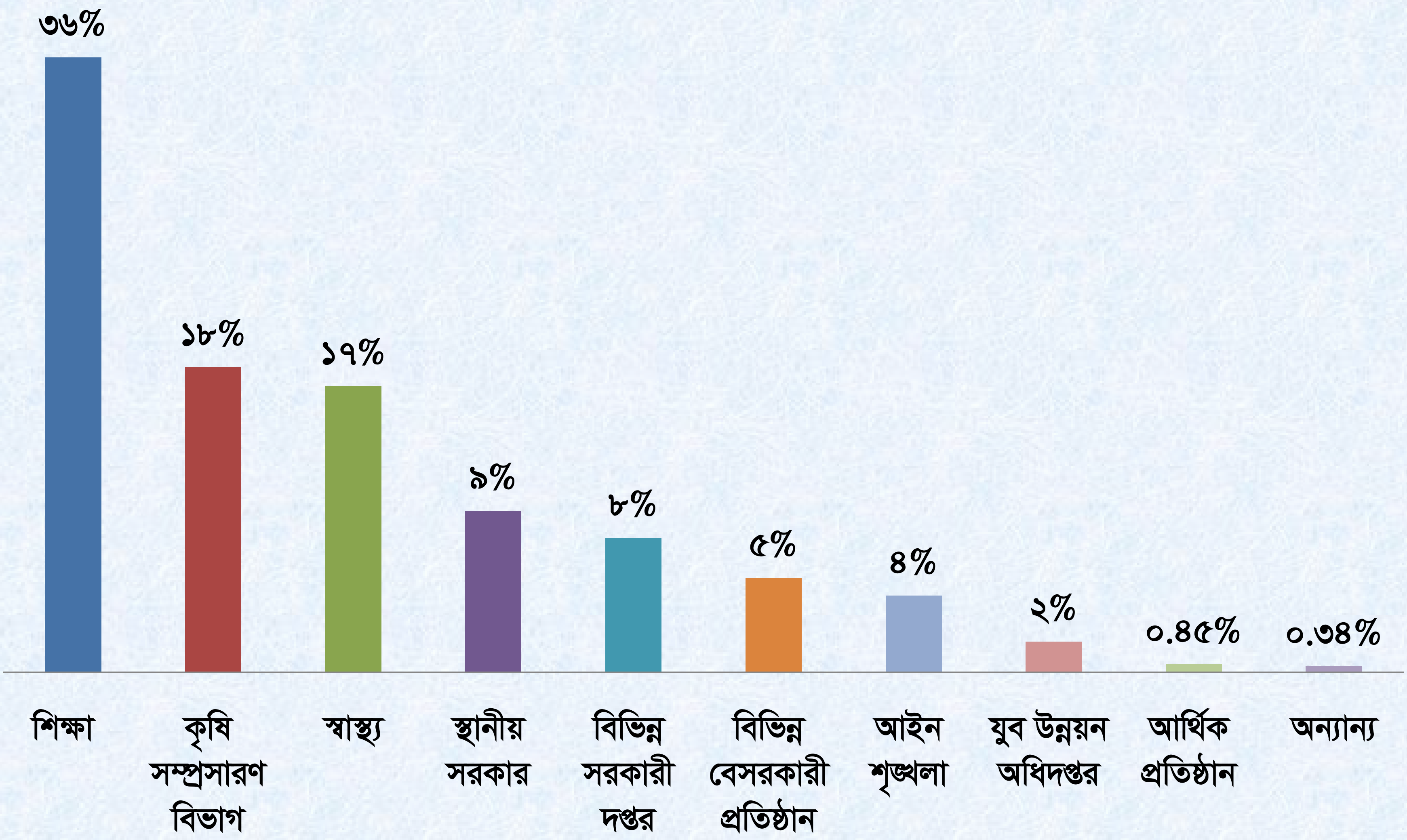

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আর্থিক বিষয়াবলী

মোট প্রাপ্য অর্থ (২ বছর ৩ মাস): ১,৫৫,০০০ টাকা

- প্রশিক্ষণকালীন ভাতা: দৈনিক ১০০ টাকা
- ৩ মাসের প্রশিক্ষণকালীন মোট ভাতা: ৯,০০০ টাকা

- কর্মকালীন ভাতা: মাসে ৪,০০০ টাকা
- ২ বছরের মোট কর্মভাতা: ৯৬,০০০ টাকা

- বাধ্যতামূলক সঞ্চয়: মাসে ২,০০০ টাকা
- ২ বছরে মোট সঞ্চয়: ৪৮,০০০ টাকা
- সঞ্চয় সুদসহ প্রাপ্তি: ৫০,০০০ টাকা

- অনুপস্থিতির জন্য কর্তন: দৈনিক ২০০ টাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্মসূচির বরাদ্দের খাতভিত্তিক ব্যয়

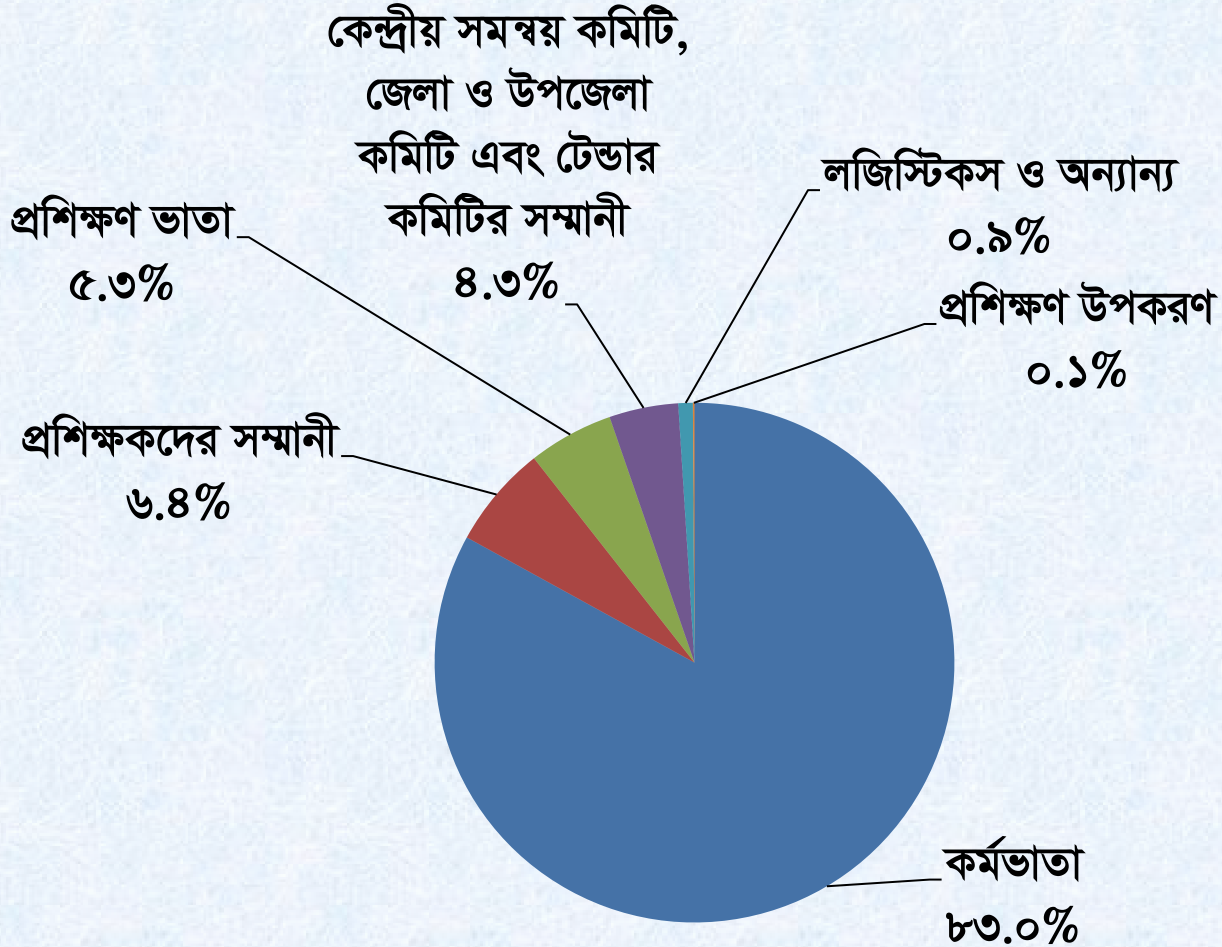

অর্থবছর (২০১৩-২০১৪): মোট বরাদ্দ ২৩৫ কোটি টাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্মসূচির তদারকি কাঠামো

পরামর্শক নিয়োগ

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা, সমন্বয় এবং তদারকি
- জেলা ও উপজেলায় স্থানীয় পরিষদ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মডিউল প্রণয়নসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়কে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের অগ্রগতি প্রতিবেদন

কর্মসূচির তদারকি পদ্ধতি

- কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি, জেলা সমন্বয় কমিটি এবং উপজেলা সমন্বয় কমিটি তদারকির দায়িত্ব পালন
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচির অগ্রগতি তদারকি
- প্রয়োজনবোধে স্বীকৃত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যক্রমের সফলতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা

রিপোর্টিং পদ্ধতি

- উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নিজ নিজ উপজেলার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির এবং নিয়োজিত যুব ও মহিলাদের কাজের মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলার উপপরিচালকের কার্যালয়ে প্রেরণ
- উপপরিচালক সকল উপজেলার প্রাপ্ত প্রতিবেদন একীভূত করে সমন্বিত প্রতিবেদন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পরিচালকের নিকট প্রেরণ
- পরিচালকগণ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে মহাপরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সরকারি মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মসূচির মূল্যায়ন

- এটি সরকারের একটি সফল কর্মসূচি
- ১০ বছরে পর্যায়ক্রমে সবগুলো জেলায় কার্যকর করা প্রয়োজন

টিআইবির গবেষণা ফলাফল

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অর্জন

ব্যক্তিগত ও সামাজিক

- সুবিধাভোগীদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি
- সুবিধাভোগীদের সামাজিকভাবে সম্মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি
- যুবকদের সংঘবদ্ধ হওয়া ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি
- নারীর অংশগ্রহণ, নারীর বাইরে আসা ও কাজ করার মানসিকতা তৈরি
- সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি, সেবার পরিধি ও মান বৃদ্ধি
- জীবনযাত্রার ধরনে ইতিবাচক পরিবর্তন

কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য অর্জন

আর্থিক

- সুবিধাভোগীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন
- কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় আর্থিক লেনদেন ও অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি
- সুবিধাভোগীর পরিবারে অর্থ সহায়তা বৃদ্ধি
- অর্জিত অর্থ সমিতির মাধ্যমে কাজে লাগানো; প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসার সম্প্রসারণ
- সঞ্চয় বৃদ্ধি

ক্ষমতায়ন

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন
- বিকল্প আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি
- সরকারি কর্মকর্তাদের সংস্পর্শে প্রশিক্ষণের সুযোগ
- সরকারি অফিসে প্রবেশ ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলার ভীতি হ্রাস

শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নিয়ম না থাকলেও এ কর্মসূচির অর্থ দিয়ে

- সুবিধাভোগীদের চলমান পড়শোনা এবং পরবর্তীতে পড়াশোনার জন্য কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি
- পরিবার থেকে পড়াশোনার ব্যয় বহন করতে হয়নি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্মসূচির পরিকল্পনা

সীমাবদ্ধতা

- যুবদের সম্পৃক্ত ও স্বাবলম্বীকরণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব
- সুবিধাভোগীদের যোগ্যতা নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা
    - সুবিধাভোগী নির্ধারণে জরিপ করার জন্য প্রকৃত বেকার সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা
    - অংশগ্রহণকারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনা না থাকা
    - এক পরিবার থেকে কতজন অংশগ্রহণ করতে পারবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা না থাকা
- প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা
- সেবাখাত ভাগ করার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই না করা ও নীতিমালা না থাকায় সমস্যা সৃষ্টি
- সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তবায়ন ও তদারকি কাজের জন্য সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা না থাকা
- শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক ও দক্ষতাভিত্তিক সংযুক্তির পরিকল্পনা না থাকা
- শূন্য পদে নিয়োগ না দেওয়ায় একই কাজে অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সম্পৃক্ত থাকা
- প্রতিষ্ঠানের কাজ শেখানো ও দক্ষ করে তোলার পরিকল্পনা না থাকা

কর্মসূচির পরিকল্পনা

সীমাবদ্ধতা (চলমান)

- সুবিধাভোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত নির্দেশনা না থাকা
- পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিমালা ও তদারকির নির্দেশনার নীতিমালার অভাব
- অতিথি প্রশিক্ষক নির্বাচনে নীতিমালা না থাকা
- প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়া বিষয়ক নীতিমালা না থাকা (সর্বাধিক কয়টি নেওয়া যাবে)
- পরিচয়পত্র বা কার্ড না দেওয়া - পুলিশে কাজ করেও কোনো পরিচয়পত্র না দেওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

- এলাকা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা
  - কর্মসূচির ধারণাপত্রে গোপালগঞ্জ জেলা না থাকলেও পাইলটিং-এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি স্পষ্ট নয়
  - দারিদ্র্য মানচিত্র (২০০৯ অনুযায়ী) জেলা নির্বাচনের কথা বলা হলেও গোপালগঞ্জ জেলার চেয়ে দরিদ্রতর জেলা রয়েছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া

সীমাবদ্ধতা

- ধারণাপত্রে উল্লিখিত অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার তুলনায় বাস্তবে অনেক বেশি প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে সবাইকে সুযোগ দান - ধারণাপত্রে পাইলটিং-এর জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১,৯৮৮ জনের বিপরীতে ৫৬,০৫৪ জন অন্তর্ভুক্ত
- প্রকৃত বেকার নির্ধারণে জরিপ কার্যক্রমের ত্রুটি
- আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের সদস্যদের সুযোগ পাওয়া
- একই পরিবারের একাধিক সদস্যের সুযোগ পাওয়া (এক পরিবার থেকে সাতজন পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছে; ভাতা-বাবদ শুধু এই পরিবারের জন্যই সরকারের ব্যয় ১০,৮৫,০০০ টাকা)

সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

- প্রকৃত সুবিধাভোগী নির্বাচনে দায়িত্বে অবহেলা
  - বেকার না হয়েও কাজ পাওয়া; নিয়মিত চাকুরি ছেড়ে অংশগ্রহণ (এনজিও, গার্মেন্টস)
  - একইসাথে একাধিক চাকরি করা; অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে দুই বছরের ছুটি নিয়ে অংশগ্রহণ
  - ব্যবসার পাশাপাশি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি
- বয়স, জেলার বাসিন্দা, শিক্ষাগত যোগ্যতার জাল সনদ দিয়ে আবেদন করা; অন্যের নাম ব্যবহার করে অংশগ্রহণ
- যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় দলীয় বিবেচনা; পরিচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব
- যোগ্যতার শর্ত পূরণ না হওয়ায় কারণে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ আদায়
- যোগ্যতার শর্ত পূরণ হওয়ার পরও অর্থ আদায় (অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিনিয়োগ হিসেবে দেখা)
- অনিশ্চয়তা দূর করে নিশ্চিত চাকরি লাভের জন্য অর্থ প্রদান (বুকিং মানি)
- কর্মসূচির সরকারি বিজ্ঞাপন প্রদানের পর আবেদন না করে পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অর্থ প্রদান

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সীমাবদ্ধতা

- আয়-বর্ধক, অঞ্চলভিত্তিক মডিউলের অভাব (এলাকার উপযোগিতা যাচাই না করা)
- প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরিতে কর্মসূচি পরামর্শকদের সম্পৃক্ত থাকার কথা থাকলেও মডিউল তৈরির পর পরামর্শক নিয়োগ
- প্রশিক্ষণ ও কাজের অসামঞ্জস্য ও সম্পর্কহীনতা (এক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে অন্য বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত করা)
- বিশেষায়িত খাতে সংযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ না থাকা (জননিরাপত্তা খাতে)
- একজন প্রশিক্ষকের অনেকগুলো ক্লাস নেওয়া
- শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক প্রশিক্ষণ না থাকায় কার্যকর না হওয়া
- বড় গ্রুপে প্রশিক্ষণ হওয়ায় অংশগ্রহণমূলক না হওয়া (১৫০ জন)
- প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতাবিহীন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান - প্রশিক্ষকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, ভুল তথ্য ও ধারণা প্রদান, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের অভাব
- কম্পিউটারের তুলনায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় হাতে কলমে কাজ শেখার সুযোগ না পাওয়া (৩০-৪০ জন)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অনিয়ম ও দুর্নীতি

- নির্ধারিত ব্যক্তির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রশিক্ষকদের প্রস্তুতি না নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে না পারা
- স্বীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ বাদ দিয়ে অধিক ক্লাস নেওয়া
- সুবিধাভোগীরা প্রশিক্ষণে না থেকে শুধু স্বাক্ষর করে চলে আসা
- দলীয় প্রভাবের খাটিয়ে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অনাগ্রহ প্রদর্শন
- অতিথি প্রশিক্ষক (বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, সমসাময়িক বিষয়ক প্রশিক্ষক) নির্বাচনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দলীয় প্রভাব
- অনুপস্থিত থেকেও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ ভাতা পাওয়া (দলীয় বিবেচনা)
- উপস্থিত থাকার পরও প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ টাকা না পাওয়া
- স্বাক্ষরকৃত পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ পাওয়া
- কর্মসূচির জন্য লজিস্টিক ক্রয় করা সত্ত্বেও ব্যবহার না করা

- একজন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ বাবদ ৩,৮৮,০০০ টাকা উত্তোলন (প্রতি ক্লাস বাবদ-৫০০ টাকা)
- তার সর্বমোট প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়ার পরিমাণ ৭৭৬টি
- দিনে ৮টি ক্লাস হলে মোট ৯৮ দিন তাকে ক্লাস নিতে হয়েছে
- তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিয়োগ প্রক্রিয়া

সীমাবদ্ধতা

- অংশগ্রহণকারীদের পছন্দনীয় (৩টি) প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তি না দেওয়া
- জোরপূর্বক এমন প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত করা যে খাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি
- কর্মপ্রতিষ্ঠান বদলের কারণে যাতায়াতে দূরত্ব বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব না দেওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

- সংযুক্তিতে রাজনৈতিক প্রভাব (প্রথম দিকের ব্যাচে সুযোগ পাওয়ার জন্য)
- পছন্দনীয় জায়গায় কর্মসংস্থান পাওয়ার জন্য টাকা আদায়
- কর্মসূচি সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলেও নতুনভাবে আবেদনপত্র গ্রহণ
- দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলেও কর্মসূচি হতে সুবিধাভোগীদের বাদ না দেয়া

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

সীমাবদ্ধতা

- কর্মসূচি চলাকালীন পুরো সময়ে বরাদ্দ ঘাটতি ও বিলম্বে বরাদ্দ আসা (বছরে তিনবার)
- বরাদ্দ বিলম্বে আসার কারণে ব্যাংকের সুদ না পাওয়া ও কম পাওয়া
- ক্ষেত্রবিশেষে নিজের জমানো টাকার চেয়েও কম পাওয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি

- বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার অপব্যবহার [আবেদনপত্র যাচাই বাছাই, সুবিধাভোগী নির্বাচন, জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, বদলি, বাতিল), পরামর্শক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মবণ্টন করা ও আর্থিক বিষয়াবলী]
- দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা ও অনুপস্থিত থাকা - কাজ না করে কর্মভাতা গ্রহণ
- কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিতে গাফিলতি
    - সুনির্দিষ্ট কারও দায়িত্ব না থাকা
    - পরিদর্শন না করে প্রতিবেদন দাখিল
    - সমন্বয় কমিটিগুলোর কার্যকরতা ও সক্রিয়তার অভাব (নির্দিষ্ট সময়ে সভা না করা)
    - পরামর্শকদের সুপারিশ ও মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

- সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি পর্যায়ের সমিতিতে (সুবিধাভোগীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান) কাজ করানো
- একটি জেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে জমানো অর্থ কর্মকালীন সময় শেষ হওয়ার আগে অংশগ্রহণকারীদের উত্তোলনের সুযোগ
- সুবিধাভোগী কর্তৃক সংযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করা
- প্রতিষ্ঠানের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নিয়মিত অনুপস্থিত থাকা - নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকার (সাতদিনের বেশি) পরও অভিযোগ না করা, হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর দিয়ে নির্ভুল রাখা
- পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত না পেয়ে রিপোর্ট করলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিষয়টি গোপন রাখা (প্রতিষ্ঠানের কাজে বাইরে যাওয়ার বিষয় উল্লেখ করা)
- কাজের সময়সীমা নির্ধারিত না থাকায় সুবিধাভোগীদের কাজে বৈষম্য
- সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে বসার ও দাঁড়ানোর জায়গা না থাকায় অংশগ্রহণকারীদের বাড়ি চলে যেতে বলা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

- লেখাপড়া বন্ধ রেখে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে না জানিয়ে অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পড়াশোনার বিষয় গোপন রাখা
- প্রয়োজনীয় কাজ ও স্থান সংকুলান না থাকার পরও সংযুক্তি প্রদান (এক প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫০-২০০ লোক নিয়োগ)
- অংশগ্রহণকারীদের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে পার্থক্য ও বৈষম্য
- সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলা ও কর্মসূচির কর্মী দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া
- মূল সনদপত্র জমা নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য
- আইনত না পারলেও স্থায়ীকরণের জন্য ঘেরাও কর্মসূচি ও স্মারকলিপি দেওয়া
- অস্থায়ী কর্মসংস্থান হিসেবে কর্মসূচিকে বিবেচনা না করা
- বিভিন্ন প্রলোভনে (স্থায়ী হবে, সময় বৃদ্ধি পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে, বিদেশ প্রেরণ করবে) আর্থিক লেনদেন করা
- সম্পূর্ণ টাকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ প্রদান

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

- নিয়মিত উপস্থিত থাকার পরও নির্ধারিত কর্মভাতার চেয়ে কম পাওয়া
- স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া
- সুদসহ জমানো টাকা পাওয়ার নিয়ম থাকলেও সুদ না পাওয়া
- ব্যাংকে কেটে রাখার নিয়ম না থাকলেও টাকা কেটে রাখা (কয়েকটি স্থানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে কর্তন না করা)
- অনুপস্থিতির জন্য টাকা কেটে রাখার নিয়ম থাকলেও সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে খুশি রেখে অনুপস্থিতির বিষয়টি গোপন রাখা (মাসে একবার হাজিরা দেওয়া)
- সুবিধাভোগীদের জন্য প্রভাবশালী কারও সুপারিশ না থাকলে কর্মভাতা প্রদানে বিলম্ব
- কর্মভাতার টাকা অংশগ্রহণকারীদের প্রদানের জন্য প্রভাবশালী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তৎপরতায় অন্য উপজেলা তুলনায় আগে পাওয়া
- কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি (সুবিধাভোগী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ না থাকা)
- কর্মসূচির সুশাসনের ঘাটতি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্যক ধারনার অভাব
- মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পাদনকৃত কার্যালয়গুলোর তথ্য ঘাটতি ও সমন্বয়হীনতা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেন ও পরিমাণ (টাকা)

অন্তর্ভুক্তির জন্য অগ্রিম আদায়	১০,০০০-২০,০০০
প্রশিক্ষণের মোট ভাতা ৯০০০ থেকে কম পাওয়া	১,০০০-২,০০০
পছন্দের প্রতিষ্ঠানের বদলির জন্য আদায়	১,০০০-২,০০০
স্ট্যাম্পের জন্য নির্ধারিত অর্থের চেয়ে বেশি আদায়	৫-১৫
সুদসহ সঞ্চয়ের অর্থ ৫০০০০ থেকে কম পাওয়া	৩,০০০-৫,০০০
পাইলটিং এলাকায় পুনরায় নতুন কার্যক্রম শুরু হবে এজন্য আদায়	১০,০০০-১৫,০০০
বাধ্যতামূলক চাঁদা (১টি উপজেলায়)	১০০

- জাল কাগজপত্র ও সনদ তৈরির জন্য অর্থের লেনদেন
- অনিয়ম গোপন রাখার জন্য উপঢৌকন ও অর্থের লেনদেন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাস্তবায়নে অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও ধরন

- **দালাল, স্থানীয় নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য**: নিয়ম-বহির্ভূতভাবে তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশ, দলীয় লোক অন্তর্ভুক্তি, বিভিন্ন জাল সনদ তৈরী ও প্রদান
- **মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যুব কার্যালয়, জেলা-উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী**: সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, নিয়োগ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, কর্মভাতা, তদারকিতে অনিয়ম ও সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগসাজশ
- **অংশগ্রহণকারী**: ভুয়া কাগজপত্র ব্যবহার, প্রকৃত বেকার না হয়েও সুযোগ গ্রহণ, কাজ না করে কর্মভাতা নেয়া
- **সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্য**: কাজ না দেয়া ও কাজে না লাগানো, নিজের কাজে ফাঁকি, অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগসাজশ
- **পরামর্শক**: তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজে দায়িত্বে অবহেলা
- **সমন্বয় কমিটি ও ট্রেনার টিমের সদস্য**: সুষ্ঠু তদারকির অভাব ও সমন্বয়হীনতা, অকার্যকর সভা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অনিয়ম

অনিয়মের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

- রাজনৈতিক প্রভাব
- সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব
- বাস্তবায়ন ও তদারকি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীনতা
- অর্থ সংকট
- শর্ত বা নীতিমালা লঙ্ঘন
- তথ্য সরবরাহে ঘাটতি

ফলাফল

- এলাকা নির্বাচনে অস্বচ্ছতা, অংশগ্রহণকারী নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার
- প্রশিক্ষণে অনিয়ম
- অপরিকল্পিত অংশগ্রহণ
- সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা (কাজে না লাগানো, স্থায়ী কর্মীদের কাজ না করা, অবহেলা করা, অসম্মান দেখানো ইত্যাদি)
- অংশগ্রহণকারীদের অনিয়ম ও দুর্নীতি (ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ, নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন, দায়িত্বে অবহেলা, উপস্থিত না থেকে ও কাজ না করে কর্মভাতা নেওয়া ইত্যাদি)

প্রভাব

- পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি
- সরকারি অর্থের অপচয়, অর্থের প্রবাহ ও ব্যয় বৃদ্ধি
- কাজ না করে অর্থ পাওয়ার মানসিকতা তৈরি
- অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি
- কর্মসূচির প্রত্যাশিত সাফল্য হ্রাস

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কর্মসূচি সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- বেকারত্ব দূরীকরণে এটি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ
- প্রতিষ্ঠানে সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া 'সাপ্লাই ড্রিভেন' - নিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কর্মসূচির সমন্বয়হীনতা
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব
  - সরকার পরিবর্তনে কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা
  - অংশগ্রহণকারী নিয়ে সরকারের ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিষয় সুষ্পষ্ট না থাকা
  - লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করা
  - বাজেট স্বল্পতা, অর্থ ছাড়ে বিলম্ব
- তথ্যের সরবরাহের ঘাটতির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি - অংশগ্রহণ ও প্রাপ্য সুবিধা প্রাপ্তিতে যোগসাজশ ও ক্ষেত্রবিশেষে জোরপূর্বক দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়
- নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব
  - কর্মসূচির ওপর অংশগ্রহণকারী/ পরিবারগুলোর আর্থিক নির্ভরতা তৈরি
  - কর্মসূচি শেষ হলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া, সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ বৃদ্ধির আশংকা
  - সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি - যৌতুক, মাদক, ঋণগ্রস্ততা
  - শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব - ঝরে পড়া, কর্মকালীন সময়ে পড়াশোনা বন্ধ রাখা

সুপারিশ

ক. কর্মসূচি পরিকল্পনা সংক্রান্ত

১. ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের পূর্বে পাইলটিং পর্যায়ের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি কর্মসূচির সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব এবং চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২. সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে (আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) সংযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

৪. অংশগ্রহণকারী সুবিধাভোগীদের কর্মসূচির মেয়াদ-পরবর্তীকালে করণীয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। এক্ষেত্রে কর্মসূচির ফলে সৃষ্ট অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে সফল, দক্ষ ও যোগ্যদের পরবর্তীতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ থাকা সাপেক্ষে যথানিয়মে নিয়োগের সম্ভাব্যতা বিবেচনায় নিতে হবে। পাশাপাশি সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৫. কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে পরামর্শক পদ কর্মসূচির পূর্ণমেয়াদে রাখতে হবে।

সুপারিশ

খ. কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

এলাকা নির্বাচন সংক্রান্ত

৬. এলাকা নির্বাচনে দারিদ্র মানচিত্র অনুযায়ী প্রাধান্য নির্ধারণসহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

সুবিধাভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত

৭. সুবিধাভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রকৃত বেকারত্বের মাপকাঠি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

৮. শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে না, কর্মসূচির এ শর্তসহ অন্যান্য নিয়মাবলী কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৯. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সংযুক্তি প্রদান করতে হবে, যেন কর্মসূচিতে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব প্রতিহত করা যায়।

আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত

১০. পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থছাড় নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ

আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত

১১. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুবিধাভোগীদের মাসিক ভাতা নিয়মিতভাবে মাসিকভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং নিয়মিত ভাতা একই ভিত্তিতে প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১২. আর্থিক অনিয়ম বন্ধে সমন্বয় কমিটিগুলো সক্রিয় ও কার্যকর করতে হবে।

১৩. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য অবৈধ আর্থিক লেনদেন বন্ধে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪. কর্মসময় শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্য সঞ্চয়বাবদ সম্পূর্ণ অর্থ সুদসহ প্রদান করতে হবে। সঞ্চয়ের অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাবে না। সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ পরিবীক্ষণ করতে হবে।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত

১৫. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, এবং এর ভিত্তিতে প্রশিক্ষকদের যোগ্যতা, প্রশিক্ষণের সময়সীমা, শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তরভিত্তিক ও অঞ্চলভিত্তিক সময়বদ্ধ মডিউল থাকবে। প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সকল প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের লেকচার শিট প্রদান করতে হবে।

১৬. প্রশিক্ষক হিসেবে টিম গঠনে বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে যাচাই বাছাই কমিটি তৈরি করতে হবে।

সুপারিশ

পরামর্শক সংক্রান্ত

১৭. পরামর্শকদের নিয়োগ ও কাজে পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। পরামর্শকদের তৈরি করা প্রতিবেদনকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অন্যান্য

১৮. কর্মসূচিটি যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে দুইবছর মেয়াদী একটি অস্থায়ী উদ্যোগ। 'এটি সরকারি স্থায়ী কোনো চাকরি নয়' - এটি সঠিকভাবে প্রচার করতে হবে।

১৯. সুবিধাভোগী ও সংযুক্তি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ সকল অংশীজনের ব্যবহারের জন্য কর্মসূচি সংক্রান্ত বিধিমালা, প্রাপ্য অধিকার, করণীয় দায়িত্ব সম্বলিত একটি ম্যানুয়েল বুকলেট আকারে প্রকাশ ও বিতরণ করতে হবে।

২০. কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সাফল্য ও ব্যর্থতার সূচক নির্ধারণ করে তদনুযায়ী মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

২১. সংযুক্তি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি ও উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২২. সর্বোপরি ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সুবিধাভোগী, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে এবং তার কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ধন্যবাদ